দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 12 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

71

128

শিক্ষক ও শিক্ষাদান পরিস্থিতি

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত শিক্ষকদের বিরাট অংশ শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনে অনীহা, পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কাজে অসদুপায়ের প্রশ্রয়দান, শ্রেণীকক্ষে নাম-কা-ওয়াস্তে হাজিরা দিয়া গৃহশিক্ষকতা ও তথাকথিত কোচিং ব্যবসায় চালাইয়া যাওয়া; গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন, গবেষণা ও বই-পুস্তক প্রকাশনার বদলে শিক্ষা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় অভিভাবক মহিলাকে দুশ্চিন্তায় ফেলিয়াছে।

অপরদিকে প্রবীণ শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে

(২য় পৃ: দ্র:)

দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 12 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

(১ম পৃ: পর)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সমাজে মূল্যবোধের ক্রমাবনতি শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে গাফিলতি ও দুর্নীতি, অসন্তোষজনক বেতন-ভাতা-সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ, যথাযথ মর্যাদা লাভের বঞ্চনায় শিক্ষকের চাকরিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিরামহীন অসন্তুষ্টি; সর্বোপরি অর্থকষ্টে জর্জরিত পরিবারের ভরণপোষণ চালাইতে চরম ব্যর্থতা শিক্ষক সমাজের বড় অংশকে দায়িত্বহীনতা তথা নীতিহীনতার কাঠগড়ায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য শিক্ষক সমাজের ভূমিকাও অনেকাংশে দায়ী বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে কাজে অনীহা এবং অসন্তুষ্টি ব্যাপক। তাঁহারা সারা দেশে এ ব্যাপারে ব্যাপক জরিপ চালানোর সুপারিশ করিয়াছেন।

১৯৮৬ সালের আগষ্টে পেশকৃত শিরীন আক্তার-এর "রংপুর শহরের কতিপয় বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজের সন্তুষ্টি নিরূপণ" বিষয়ক গবেষণাপত্রে মন্তব্য করা হয়ঃ "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের কার্যসন্তুষ্টি খুবই কম, নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় শিক্ষকদের পারিশ্রমিক ও চাকরি সংক্রান্ত উন্নতিতে অসন্তোষ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষকতা পেশায় সম্মানের অভাব, বিদ্যালয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অহেতুক প্রভাব বিস্তার, শিক্ষাদান ও পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে স্বাধীনতাহীনতা, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কাজে বাধ্য করা, চাকরির নিরাপত্তা, দক্ষতার স্বীকৃতি এবং চাকরিতে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগের অভাব, মাত্রাতিরিক্ত ও অপছন্দনীয় কাজের চাপ" প্রভৃতি।

১৯৮১ সালের আগষ্টে পেশকৃত গৌতম চন্দ্র চক্রবর্তীর "ঢাকা শহরের কতিপয় বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষকতা পেশায় অনীহার কারণ সম্পর্কে মতামত অনুসন্ধান" বিষয়ক গবেষণাপত্রে বলা হয়: "আর্থিক কারণ, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব ও শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত পাঠদানে

শিক্ষক ও শিক্ষাদান

নিয়োজিত থাকা প্রভৃতি শিক্ষকতা পেশায় দায়িত্ব পালনে অনীহার কারণ"।

১৯৮৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পেশকৃত নাঈমা জান্নাতের গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল "ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কয়েকটি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অনুসৃত ভূমিকা সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের মতামত নিরূপণ।" এই গবেষণাপত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ যথাযথভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করেন না বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন সাম্প্রতিক জাতীয় শিক্ষা কমিশনের কর্মকালে শিক্ষকদের কাজে অনীহা, দায়িত্বহীনতা এবং নীতিহীনতার উপর ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং কমিশন উহার রিপোর্টে 'শিক্ষক প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে, "শিক্ষার প্রতিটি স্তরে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশায় নিয়োগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাঁহাদের যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ করার প্রধান শর্ত"। উহাতে আরও বলা হয়, শিক্ষার মান শিক্ষকদের মানের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন ছাড়াও শিক্ষকদের নিজ পেশা ও জাতির প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা, গঠনমূলক কাজে সহায়তার ইচ্ছা, স্বীয় পারিপার্শ্বিকতায় সহজলভ্য বস্তুনিচয় ও তাহাদের সাহায্যে শিক্ষাদানের সংকল্প এবং পেশাগত উচ্চ নীতিজ্ঞান ও সম্মানবোধ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া উচিত।

'শিক্ষকদের দায়িত্ব' উপ-অধ্যায়ে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাহাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করা এবং অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা শিক্ষকদের প্রাথমিক কাজ; স্বীয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষকগণ এই সকল কাজ করিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কিভাবে সময় অতিবাহিত করিবে তাহা শিক্ষকদের নিজেদের সময়-যাপনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই উপ-অধ্যায়ে আরও বলা হয়, শিক্ষকদের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও বলিতে হয় যে, শিক্ষার দায়িত্ব পালনে আদর্শের প্রতি জোর দিলেই সর্বোত্তমভাবে শিক্ষাগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে। শিক্ষকেরা শিক্ষাগত কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইতে পারেন। তাঁহাদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, তাহা অবমাননা করার অধিকার তাঁরা লাভ করিতে পারেন না। 'শিক্ষক প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, শিক্ষাদানে শিক্ষকের দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা লাভ করা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরিয়া রাখার ক্ষমতা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের তিনি যেমন পাঠদান করিতে সমর্থ হন, তেমনি শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা শিক্ষার্থীকে নিজের দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যসচেতন হইতে উদ্বুদ্ধ করে।

মফিজ কমিশন রিপোর্টে শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া দ্রুততার সহিত সহজতরভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন, বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারে ও শিক্ষা বিভাগে সকল শূন্য পদ পূরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষকদের পদোন্নতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এ শিক্ষকের যথাযোগ্য স্থান দেওয়া, শিক্ষকদের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত বেতনদান, গবেষণামূলক ও পেশাগত রচনা প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতিসহ অনেক সুপারিশ উপস্থিত করা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং বিশেষভাবে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে ডঃ জহুরুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ব্যাপক তদন্তশেষে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিল।

ঐসব রিপোর্টে শিক্ষকদের অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা, নীতিহীন কার্যকলাপ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর অনুসন্ধানকৃত তথ্য উপস্থাপন ছাড়াও এইগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনার সুপারিশ করা হইয়াছিল। একজন উপাচার্যের কিছুদিন জেলে থাকা ছাড়া অন্যকোন শিক্ষক বা কর্মকর্তার অসাধুতা, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কাহাকেও শাস্তি প্রদান করা হয় নাই, কোন সুপারিশও বাস্তবায়িত হয় নাই। ঐসকল রিপোর্টে অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত অনেক শিক্ষকই শাস্তির বদলে যোগ্যতা অর্জন ছাড়াই পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন ইতিমধ্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বর্তমান ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে অপরিহার্য গবেষণামূলক রচনা প্রকাশনা দরকার তাঃ শতাংশেরও নাই। আর বিশ্ব[illegible]লয় শিক্ষকদের বিরাট অংশের বিভিন্ন চক্র ও গ্রুপ গড়িয়া দলাদলি, কোন্দল, অসাধুতা [illegible]তির প্রশ্রয় দান, শ্রেণী কক্ষে [illegible] পালনে অনীহা, পরীক্ষার মূল্যায়নে সীমাহীন গাফিলতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের [illegible] অর্থলোভে বিভিন্ন প্রজেক্ট ব[illegible] অংশগ্রহণ সকলেরই জানা। শিক্ষকদের বক্তব্য অনুযায়ী [illegible] হইতে দশ শতাংশ শিক্ষ[illegible] গভীর পাঠাভ্যাস নাই, তাহ[illegible] মধ্যে অনেকে সবার পাঠাভ[illegible] চাইতে তাস ইত্যাদি খেলায় সময় নষ্ট করিয়া থাকেন [illegible] ক্লাবে, বাড়ীতে।

নীচের দিকে পাইকারী বেসরকারী কলেজ ও হা[illegible] সরকারীকরণের ফলে অ[illegible] শিক্ষকের ভারে এই প্রতিষ্ঠান[illegible] এখন অচল প্রায়। কলেজ-[illegible] গ্রন্থাগারগুলির বেশীর ভাগই [illegible] আর শিক্ষকদের বেশীর ভা[illegible] বই সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়নে[illegible] নাই। অনেকে আ[illegible] ফুলটাইম চ[illegible]টাইম ধরিয়া ব্যবসায় [illegible] ইত্যাদিতে ব্যস্ত। মুষ্টিমেয় যোগ্য শিক্ষকের বেশীর ভাগ আবার শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবর্তে ব্যস্ত গৃহশিক্ষকতায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে অবস্থা আরও শোচনীয়। মোটা অংকের ঘুষের বিনিময়ে চাকরি লাভ করিতে হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে। আর শিক্ষা প্রশাসনের পক্ষ হইতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার উপর পরিদর্শন-তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাও আছে নাম-কা-ওয়াস্তে আর তাহাও দুর্নীতিতে ভরপুর।

আর শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক অসাধুতা ঢুকিয়াছে কলেজ ও স্কুলের অনুদান বন্ধ হওয়ার আতঙ্কে। তাই যেকোনভাবে অর্থাৎ পরীক্ষায় ব্যাপক নকল করার সুযোগ দিয়া তাহারা কলেজ-স্কুলের অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক রাখিতে বাধ্য হইতেছেন।

শিক্ষকদের বড় অংশ যে এই ব্যাপক দায়িত্বহীনতা ও নীতিহীনতার শিকার সে সম্পর্ক শিক্ষা প্রশাসন ওয়াকেবহাল। শিক্ষা-প্রশাসন, মেধাবী ও দায়িত্বশীল শিক্ষকদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ লইয়াছে। কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিদর্শন-তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ব্যাপকভিত্তিক করিয়া দায়িত্বপালনে গাফিলতিতে শাস্তিদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।